ধর্ষণে অভিযুক্ত পলাতক

নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে কুকর্ম করার প্রায় দু'মাস পর নাবালিকার মাকে নিয়ে পালিয়ে গেল ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবক। এমনটাই অভিযোগ তুলে নাবালিকার বাবা ফালাকাটা থানায় ৫ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সুপ্রিমকোর্টে বিজেপির আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শীর্ষ আদালতে ফের জোর ধাক্কা খেল বিজেপি। এই নিয়ে পরপর দু'বার। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রা–প্রচারে সর্বভারতীয় দলটিকে অনুমতি দেয়নি সুপ্রিমকোর্ট। এবার মাইক ব্যবহারেও বিজেপির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক ও শিক্ষায়তন সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মাইক বাজানো যায় না। এদিকে লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনি প্রচার মাইক ছাড়া সম্ভব নয়। বিজেপি চায়, রাজ্য সরকারের জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হোক। বিষয়টির ফয়সালার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। সোমবার তাতে জল ঢেলে দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, নির্বাচনি প্রচারের চেয়েও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা যাতে শান্তিতে পড়াশোনা করতে পারে, সেবিষয়েই অগ্রাধিকার দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

যোগেশকে শেষ শ্রদ্ধা সব দলের

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজনৈতিক তরজা ভুলে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা যোগেশ বর্মনের মরদেহ একসঙ্গে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানাল বাম, কংগ্রেস এবং বিজেপি। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর রবিবার বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন যোগেশ বর্মন। সোমবার বিকেলে তাঁর মরদেহ বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে বাগডোগরা পৌঁছায়। সেখান থেকে শববাহী গাড়িতে তাঁর দেহ নিয়ে আসা হয় জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে। মরদেহ জলপাইগুড়ি পৌঁছানোর অনেক আগে থেকে দলীয় কর্মীদের ভিড় ছিল সেখানে। এদিন প্রাক্তন মন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে সিপিএম জেলা কার্যালয়ে আসেন জলপাইগুড়ির কংগ্রেস বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা এবং কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার। দলীয় কর্মীদের নিয়ে সেখানে আসেন বিজেপির জেলা সভাপতি দেবাশিস চক্রবর্তীও। এদিন যোগেশবাবুর মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিএমের জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য সহ দলের কর্মী–সমর্থকরা। উপস্থিত থেকে যোগেশ বর্মনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপি এবং সিপিআই–এর জেলা নেতৃত্বও।

বাগানে প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চন্দন সরকার বলেন, 'গ্রামবাসীরা এই বিষয়ে লিখিত কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে জানায়নি। অভিযোগ জানালে আমরা ব্যবস্থা নেব।' দার্জিলিং জেলার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তথা চা বাগান মালিক অমিতাভ সরকার বলেন, 'এই ধরনের একটা চক্র চা বাগানের গরিব মানুষকে লুটে খাচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার।' ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিডিও প্রণয়কুমার মজুমদার বলেন, 'আমরা সরকারি ক্যাম্পের মাধ্যমে আধারকার্ড তৈরির ব্যবস্থা করি। তবে পাহাড়গুমিয়ার বিষয়টি আমার জানা নেই। পুলিশকে বলেছি নজর রাখতে। আমরা শীঘ্রই সেখানে সরকারিভাবে তারিখ জানিয়ে আধারকার্ড তৈরির ব্যবস্থা করব।'

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭২.৩২
ডিজেল টাঃ ৬৭.২৯

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

১১ ফেব্রুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৬.৬	১৪.২
শিলিগুড়ি	২৪.৪	১১.০
জলপাইগুড়ি	২৬.০	১১.০
কোচবিহার	২৬.১	৯.০
আলিপুরদুয়ার	২৫.৫	৮.৯
মালদা	২৫.২	১৪.০
রায়গঞ্জ	২৪.৪	১৩.৭
গ্যাংটক	১৭.৭	৫.০

মঙ্গলবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

বিন্দু বিসর্গ

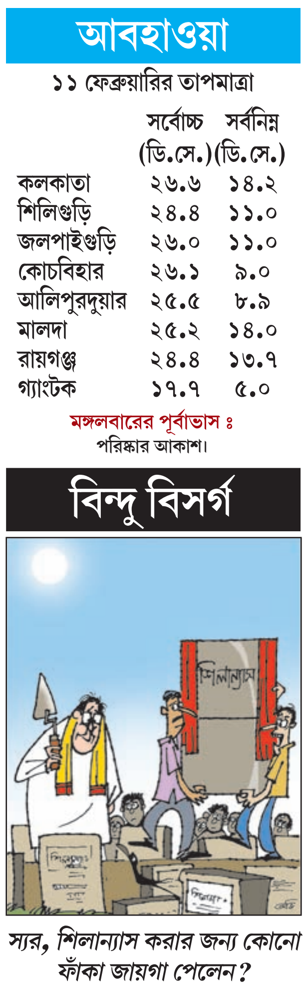

স্যার, শিলান্যাস করার জন্য কোনো ফাঁকা জায়গা পেলেন?

এমনিতে হেলমেট নেই বাইকচালক বা আরোহী কারও মাথাতেই। তার ওপর পেট্রোলপাম্পে তেল নেওয়ার সময় কানে মোবাইল ফোন। এমন দৃশ্য রোজ দেখা যায় ইসলামপুরের বিভিন্ন এলাকায়। একদিকে সচেতন নয় সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি নেই প্রশাসনিক নজরদারিও। ছবি ঃ রাজু দাস

ধরনায় বসতে আজ দিল্লি যাচ্ছেন মমতা

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার দিল্লিতে পা রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল কলকাতা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটার ফ্লাইটে রাজধানীতে আসবেন মমতা। দিল্লিতে ১৮৪ সাউথ অ্যাভিনিউতেই তাঁর থাকার কথা। রাতে দিল্লিতে ধরনারত অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে দেখা করবেন। বুধবার বেলা তিনটে নাগাদ দিল্লির যন্তরমন্তরে ধরনায় বসবেন তিনি। তার আগে দক্ষিণ দিল্লির সাকেত অঞ্চলে নবনির্মিত গোর্খা ভবনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূল নেত্রীর দিল্লি সফর নিয়ে ইতিমধ্যেই সাজোসাজো রব কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক মহলে। বুধবার যন্তরমন্তরে তৃণমূল নেত্রীর 'গণতন্ত্র বাঁচাও' ধরনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের আগেই সংসদে আর এক দফা ধরনায় বসতে চলেছে তৃণমূলের সংসদীয় দল। মমতার নির্দেশেই সংসদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে, বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে এই ধরনায় অংশ নেবেন তৃণমূলের সংসদীয় দলের সদস্যরা।

সম্প্রতি নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন নদিয়া জেলার যুব সভাপতি ও কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস। তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এর মধ্যেই খুন হলেন কাঁথির তৃণমূল নেতা রীতেশ রায়। হুগলিতে পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেহ। সংসদের কাজ শুরু হলে উভয়কক্ষে নদিয়া কাণ্ডের বিরোধিতায় সরব হয় তৃণমূল। কংগ্রেস এবং টিডিপির পৃথক ধরনার পাশাপাশি নদিয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ওয়েলে নেমে আসেন তৃণমূল সাংসদরা। তবে তা অল্প কিছুক্ষণের জন্য। পাঁচ মিনিটের মাথায় লোকসভা ও তিন মিনিটের মাথায় রাজ্যসভা মুলতুবি হয়। এরপর তৃণমূলকে আর সক্রিয় প্রতিবাদে নামতে দেখা যায়নি। দলের একাংশ এদিন গান্ধি মূর্তির পাদদেশে কোনো ধরনা অবস্থান না হওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হন। তাঁদের দাবি, সঠিক সময়ে প্রতিবাদ না জানাতে পারলে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে দলীয় কর্মী খুনের মতো সংবেদনশীল বিষয়। জানা গিয়েছে, নেত্রীর নির্দেশ মেনে মঙ্গলবারেও সংসদে ধরনায় বসবে না তৃণমূল। ওইদিন সকালে সংসদের সেন্ট্রাল হলে প্রাক্তন বিজেপি প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রতিকৃতি উন্মোচন হবে। উন্মোচন করবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্পিকার সুমিত্রা মহাজন, উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু সহ মোদি মন্ত্রীসভার সব সদস্য এবং সাংসদরা। অন্যান্য দলের মতো এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছে তৃণমূল। এরপরই মমতা জানিয়ে দেন, অটল–স্মরণে অনুষ্ঠানের দিন ধরনা রাজনীতি করা উচিত হবে না। অটল–মমতা সুসম্পর্ক ও রাজনৈতিক সৌজন্যের কথা মাথায় রেখেই আগামীকাল সংসদে ধরনা দেবে না তৃণমূল। পরদিন অর্থাৎ বুধবার সকালে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হবে তৃণমূলের গণতন্ত্র বাঁচাও ধরনা। একইদিনে দিল্লির যন্তরমন্তরে ধরনায় বসার কথা মমতার।

দিল্লিতে গোর্খা ভবন তৈরি করছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। বুধবার এই কাজের শিলান্যাস করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়াদিল্লির সাকেতে ৩২ কোটি টাকা খরচ করে এই ভবন তৈরি করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবারই দিল্লি পৌঁছেছেন জিটিএ'র প্রশাসনিক বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিনয় তামাং সহ অন্যরা। বিনয় জানিয়েছেন, দিল্লিতে থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হবে। পাহাড়ে ১৩ দলের বিরোধী জোটকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিনয়।

দিল্লিতে গোর্খা ভবন তৈরির কথা গত মাসেই বিনয় ঘোষণা করেছিলেন। বুধবার দুপুরে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করা হবে। এই অনুষ্ঠানের জন্য মঙ্গলবারই দিল্লিতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সামনেই লোকসভা ভোট থাকায় এই অনুষ্ঠানের ফাঁকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিনয়দের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ওই বৈঠকে দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে তৃণমূল–মোর্চা জোটের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিংয়ের ভোট নিশ্চিত করতে গোর্খা প্রার্থী দেওয়ার দাবি অনেক আগেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন বিনয়। এদিন তিনি বলেন, 'প্রার্থীর পুরো বিষয়টিই মুখ্যমন্ত্রী নিজে দেখছেন। আমরা এসব নিয়ে কিছু বলছি না। তবে, গোর্খাদের থেকেই প্রার্থী হলে অবশ্যই ভালো হবে।'

ভূপেন হাজারিকার ভারতরত্ন ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আরও চাপে পড়ল বিজেপি। ভূপেন হাজারিকার মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান প্রত্যাখান করা হবে বলে জানিয়ে দিলেন ভূপেন হাজারিকার ছেলে তেজ হাজারিকা। সম্প্রতি ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও সমাজকর্মী নানাজি দেশমুখকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র। বর্তমানে আমেরিকার বাসিন্দা ৬২ বছর বয়সি তেজ সোমবার একটি অসমিয়া সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'আমি অসমের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ভূপেন হাজারিকা সব সময়ই অসমের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ও লড়াই–আন্দোলন করেছেন। আমরা তাই ভারতরত্ন সম্মান গ্রহণ করতে অস্বীকার করছি।' তবে ভারতরত্ন প্রত্যাখান নিয়ে হাজারিকা পরিবারের মধ্যেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ভূপেন হাজারিকার ভাই সমর জানিয়েছেন, এত বড়ো সিদ্ধান্ত তেজ একা নিতে পারেন না।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে পুরস্কার প্রত্যাখানের ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। কয়েক দিন আগেই এই বিল নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন মণিপুরি চলচ্চিত্র নির্মাতা আরিবাম সিয়াম শর্মা। শনিবার গুয়াহাটিতে এসে ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন না দেওয়া নিয়ে কংগ্রেসের সমালোচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়েও আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি। তার দু'দিন কাটতে না কাটতেই পালটা চাপে পড়ে গেলেন মোদি।

আজ থেকে মাধ্যমিক

নিউজ ব্যুরো

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০, ৬৪, ৯০৮ জন। যা গত বছরের তুলনায় ১৮০০০ কম।

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমলেও নিরাপত্তার খাতিরে এই বছর বাড়ানো হয়েছে ৫০০ জন পরীক্ষক। এদিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় জানান, প্রশ্ন ফাঁস রুখতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পর্ষদ। পরীক্ষাকেন্দ্রে ১১.২৫ মিনিটে প্রশ্নের প্যাকেট নিয়ে ঢুকবেন ভেনু ইনচার্জ। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ১১.৩৫–এর মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে। ১১.৪০ মিনিটে ছাত্রদের সামনেই খোলা হবে প্রশ্নের প্যাকেট। সেখানে ভেনু ইনচার্জ, সহকারী ভেনু ইনচার্জ ও প্রধান শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। পরীক্ষাকেন্দ্রের শেষ রুমে খোলা হবে প্রশ্নের প্যাকেট। সেখান থেকেই পরীক্ষকরা যে যার পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রশ্নপত্র নিয়ে যাবেন। ১১.৪৫ মিনিটে পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে। ১১.৫৫ মিনিটে দেওয়া হবে পরীক্ষার খাতা। পরীক্ষা শুরু হবে ঠিক ১২টায়। এছাড়াও পরীক্ষাকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে এবং পরীক্ষা চলাকালীন জেরক্স সেন্টারগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে অবশ্যই পরীক্ষক, পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্যান্য কর্মীদের মোবাইল ফোন জমা দিয়ে দিতে হবে ভেনু ইনচার্জের হাতে। তিনি সমস্ত মোবাইল ফোন আলমারিতে তালাবন্দি করে রাখবেন। পরীক্ষা চলাকালীন যদি পর্ষদের কাছে কোনো পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে ভেনু ইনচার্জ বিদ্যালয়ের ল্যান্ডফোন মারফত পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। কোনোমতেই মোবাইল ফোন মারফত নয়। কল্যাণময়বাবু জানান, এবারের পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। এছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সিসিটিভি মারফত নজরদারি চালানো হবে বলেও তিনি জানান।

সোমবার সেবক পরিদর্শনে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। ছবি ঃ সূত্রধর

শিলিগুড়ির গৃহশিক্ষকরাও স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চান

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানাবেন শিলিগুড়ির গৃহশিক্ষকরা। স্কুলশিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করার বিরুদ্ধে প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাবের জন্যই এই আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সম্প্রতি স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির কোচবিহারের চার সদস্য। এরপর সেই আবেদন জানান জলপাইগুড়ির সদস্যরা। এবার একই পথে হাঁটলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলার সদস্যরা।

গতবছর নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্মেলন শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির বিভিন্ন জেলার সদস্যরা। সেখানেই ঠিক হয়, পরবর্তীতে সমিতির পক্ষ থেকে নেওয়া কর্মসূচি সব জেলাতেই হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার দার্জিলিং জেলার সদস্যরা রাস্তায় নামতে চলছেন। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষা দপ্তরে আমরা সংঘবদ্ধভাবে জানানোর পরেও প্রশাসনিক সেরকম কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ফলে স্কুল শিক্ষকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো টিউশন পড়াতে পারছেন। এমনকি জেলায় জেলায় ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে যেসব স্কুলশিক্ষক টিউশন বন্ধ করেছিলেন তাঁরাও এখন আবার তা শুরু করেছেন। যার ফলে গৃহশিক্ষকদের অনেকেরই সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। কারণ বেশিরভাগ সময়ই স্কুলশিক্ষকরা নানা ছলে তাঁদের কাছে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে বাধ্য করেন।

যদিও এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহা। তিনি বলেন, 'আমাদের ইতিমধ্যেই একটি আলোচনা সভা রয়েছে। সেখানেই ঠিক হবে, কবে কী করা হবে। এখন কিছু বলতে পারছি না।'

সারস্বত উৎসব

মাথাভাঙ্গা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার থেকে মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনে শুরু হল উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সারস্বত উৎসব। সোমবার পাঁচটি বিভাগে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ জন শিল্পী অংশ নেন।

ভুয়ো ভোটারকার্ড

প্রথম পাতার পর

অভিযোগকারীদের মধ্যে একজন বলেন, 'আমরা অনেকদিন আগেই বিষয়টি শুনেছিলাম। কিন্তু কোনো প্রমাণ না থাকায় কিছুই করতে পারিনি। এখন প্রমাণ সহ বিষয়টি মহকুমাশাসকের দপ্তরে জানিয়েছি। বাকিটা ওঁরা ভালো বুঝবেন।' শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক সিরাজ দানেশ্বর বলেন, 'আধিকারিকদের বলেছি খোঁজ নিতে। সকলকে দপ্তরে ডেকে পাঠানো হবে।'

আলিপুরদুয়ারে মদের ঠেকের প্রতিবাদে থানায় মহিলারা

আলিপুরদুয়ার, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বনচুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ মদ ও গাঁজার ঠেক চলছিল। বারবার পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এরমধ্যেই বনচুকামারিতে সরকার অনুমোদিত মদের দোকান চালু হয়েছে। এর ফলে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, এমন অভিযোগ তুলে সোমবার বনচুকামারি গ্রামের কয়েকশো মহিলা দল বেঁধে মিছিল করে আলিপুরদুয়ার থানায় বিক্ষোভ দেখান। উত্তেজিত গ্রামবাসী এবং মহিলাদের রুখতে থানার গেটেই ব্যারিকেড বসায় পুলিশ। বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। বনচুকামারিতে অবিলম্বে বৈধ ও অবৈধ মদের ঠেক বন্ধ করা না হলে এলাকায় লাগাতার পথ অবরোধ, অনশন আন্দোলনের হুমকি দেন বিক্ষোভকারী মহিলারা।

বনচুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েক বছর থেকেই এলাকায় একাধিক অবৈধ মদের দোকান চলছে। সেইসঙ্গে রমরমিয়ে চলছে গাঁজা বিক্রি। এই বিষয়ে বারবার পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ করা হয়নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে বনচুকামারি নাগরিক মঞ্চ গঠন করে আন্দোলনে নামা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে গ্রামে অবৈধ মদের ঠেকের পাশাপাশি সম্প্রতি সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশি ও বিদেশি মদের দোকান চালু হওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এই সরকারি মদের দোকান বন্ধ করার দাবিতে বনচুকামারির মহিলারা একজোট হয়ে 'প্রমীলাবাহিনী' গঠন করেন। তাঁদের উদ্যোগেই সোমবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বাহিনীর সভানেত্রী কল্পনা বর্মনরায় এবং সম্পাদিকা শুক্লা বর্মন অধিকারী বলেন, 'বনচুকামারি গ্রামের প্রধান সড়কের পাশেই এই লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান চালু হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা, মহিলারা চলাচল করেন। এখানে মদের দোকান থাকলে রাস্তা দিয়ে তাঁরা নিরাপদে চলাচল করতে পারবেন না।' বনচুকামারির ছাত্রী থেকে গৃহবধূদের অভিযোগ, এমনিতেই এলাকায় অবৈধ মদের ঠেককে কেন্দ্র করে অশান্তি লেগেই আছে। গ্রামের অনেক পুরুষ কাজকর্ম বন্ধ করে মদের ঠেকে নেশা করে পড়ে থাকছে। অনেকের বাড়িতে খাওয়া জুটছে না। পরিবারে অশান্তি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান চালু হওয়ায় অবস্থা আরও বেগতিক হয়ে পড়বে।

বনচুকামারি নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক পরিতোষ রায় বলেন, 'মদের দোকানের বিরুদ্ধে গ্রামের বাসিন্দারা একজোট হয়েছেন। এখানে কোনো রাজনীতি নেই। লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান করতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধানের কাছ থেকে কোনো নো–অবজেকশন সার্টিফিকেট নেওয়া হয়নি।' বনচুকামারির তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'আমার পার্টে এই সরকারি মদের দোকান গড়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এর বিরুদ্ধে একজোট হয়েছেন। আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছি।'

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি জয়দেব ঘোষ বলেন, 'বনচুকামারির বাসিন্দারা থানায় একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ মূলত, সম্প্রতি চালু হওয়া সরকার অনুমোদিত মদের দোকান নিয়ে। এলাকায় অবৈধ মদের ঠেকের কথা তাঁরা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারেননি। গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করবে। গ্রামের প্রধান সড়কের পাশে এইভাবে মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া যায় কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।' আলিপুরদুয়ার আবগারি বিভাগের সুপার থেনডুপ ভুটিয়া বলেন, 'সমস্ত নিয়মকানুন মেনেই বনচুকামারিতে মদের দোকানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে পুলিশের তদন্ত করার কিছু নেই। পুলিশ এলাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তদন্ত করতে পারে। সরকার অনুমোদিত এই মদের দোকানে (অফ শপ) দেশি ও বিদেশি দু'ধরনের মদই বিক্রি হবে। আমরা মনে করি এই ধরনের মদের দোকান হলে এলাকায় অবৈধ মদের ঠেক বন্ধ হবে।' আবগারি দপ্তরের সুপারের পালটা অভিযোগ, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ বা কারা স্থানীয় মহিলাদের উসকে দিয়ে আন্দোলনে নামানোর চেষ্টা করছে। এই ঘটনার পিছনে এলাকার অবৈধ মদ বিক্রেতাদের হাত থাকতে পারে।'

জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা বাড়ল কোচবিহারে

কোচবিহার, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নদিয়ায় বিধায়ক খুনের ঘটনায় কোচবিহারে পুলিশ প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। কোনোমতেই যাতে এখানে নদিয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য জেলার সাংসদ ও বিধায়কদের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করেছে। ইতিমধ্যেই সাংসদ সহ বেশ কয়েকজনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে তাঁরা যেন পুলিশকে জানিয়ে যান বলে বিধায়কদের কয়েকজনকে জানানো হয়েছে। সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'এতদিন একজন নিরাপত্তারক্ষী পেতাম। পুলিশ এখন আমাকে আরও একজন নিরাপত্তারক্ষী দিয়েছে।' বিধায়ক মিহির গোস্বামী কোনো নিরাপত্তারক্ষী নেন না। নদিয়ার ঘটনার পর পুলিশ ফের তাঁকে নতুন করে প্রস্তাব দিলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মিহিরবাবু বলেন, 'নিরাপত্তারক্ষী দেওয়ার বিষয়ে সোমবার ডিএসপি (ডিআইবি) এক কর্মীকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে না বলে দিয়েছি।' জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা বলেন, 'সাংসদ, বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নদিয়ায় বিধায়ক খুন

লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। কোচবিহারে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই অবস্থাতেও যথেষ্টই উত্তপ্ত রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও যুবর মধ্যে দ্বন্দ্ব, অস্ত্র উদ্ধারের মতো ঘটনা এখানে লেগেই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নদিয়ার ঘটনায় পুলিশ আরও উদ্বেগে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে জেলার মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কদের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার বিষয়ে পুলিশ চিন্তাভাবনা চালাচ্ছে। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'নদিয়ার ঘটনায় বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি। এতদিন পাঁচজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল। রবিবার পুলিশ আরও একজন নিরাপত্তারক্ষী দিয়েছে।' সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বলেন, 'আমার একজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। আমাকে আরও একজন নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।' শীতলকুচির বিধায়ক হিতেন বর্মন বলেন, 'আমার দুজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। তাঁদের কেউ ছুটিছাটা নিলে পুলিশ তাদের তা জানাতে বলেছে।' পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে তাঁকে পুলিশকে জানিয়ে যেতে বলা হয়েছে বলে হিতেনবাবু জানিয়েছেন। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান বলেন, 'পুলিশ এখনও আমাকে নতুন কোনো প্রস্তাব দেয়নি।' তবে থানা থেকে তাঁকে দেখা করতে বলা হয়েছে বলে অর্ঘ্যবাবু জানান। তুফানগঞ্জের বিধায়ক ফজল করিম মিয়াঁ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাকে আরও একজন নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।' ফরোয়ার্ড ব্লক বিধায়ক নগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আমার একজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। তবে কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে যেন আমি পুলিশকে জানিয়ে যাই সেজন্য পুণ্ডিবাড়ি থানা থেকে আমাকে জানানো হয়েছে।'

অন্যদিকে, নিরাপত্তা বৃদ্ধি নিয়ে পুলিশের এই উদ্যোগের বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই বলে কোচবিহারের দুই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তৃণমল নেতা জানিয়েছেন। জেলার তৃণমূল সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'বর্তমানে মালদায় রয়েছি। জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি নিয়ে পুলিশের এই উদ্যোগের বিষয়ে কিছু জানি না।' দিনহাটার দলীয় বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, 'আমার দুজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। নিরাপত্তা বৃদ্ধি নিয়ে পুলিশ আমাকে নতুন করে কোনো প্রস্তাব দেয়নি।'

নয়া পরিকল্পনা

প্রথম পাতার পর

সোমবার সেবক এলাকায় গিয়ে সেখানকার জায়গা দেখে আসেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'প্রায় ৪০ একর জমি রয়েছে ডিআই ফান্ডের। এত জমি না লাগলেও আমরা একটু বেশি করেই সেই জমি নেব। সেখানে ওয়াচ টাওয়ার, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, ফল–ফুলের গাছ থাকবে। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা হবে। সেখানেই আমরা কটেজ তৈরি করব। নদী ও জঙ্গলের জন্য এখানে প্রচুর পাখিও রয়েছে। আগে কালীঝোরায় থাকার জায়গা ছিল। কিন্তু এনএইচপিসি'র প্রোজেক্টের জন্য জায়গাটা নষ্ট হয়েছে।' গৌতমবাবু বলেন, 'পর্যটনের জন্য নতুন নতুন জায়গা তৈরি হোক মুখ্যমন্ত্রীও সেটা চান। শিলিগুড়ির খুব কাছে সেবকে আমরা কটেজ তৈরি করতে পারলে পর্যটকরা একদিনের জন্য হলেও এখানে থেকে যেতে পারবেন। কারণ পাহাড়, সিকিম ও ডুয়ার্সে যাওয়ার এটাই রাস্তা। মাঝখানে তো সেভাবে থাকার কোনো জায়গা নেই। কটেজ তৈরি হলে এখানকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থারও প্রচুর উন্নতি হবে।'

বইমেলা শেষ

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার চলতি বছরের কলকাতা বইমেলা শেষ হল। সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের বইমেলা ঘিরে প্রতিবছরের মতো এ বছরও ছিল উদ্দীপনা ও উৎসবের মেজাজ। উদ্যোক্তাদের পক্ষে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শনিবার রাত অবধি ১৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। ইন্টারনেটের যুগেও যুব প্রজন্ম যেভাবে বইমেলামুখী হয়েছে তা সত্যিই আনন্দের।' নদিয়া জেলার এক বইপ্রেমী ২.৪২ লক্ষ টাকার বই কেনায় তাঁকে উদ্যোক্তাদের পক্ষে সম্মানিত করার কথা ভাবা হচ্ছে। এবার বইমেলার থিম ছিল গুয়াতেমালা।

রাজ্য সড়কের সংস্কার শুরু

মানিকগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাজ্য সড়কের একাংশ সংস্কারের কাজ শুরু করল পূর্ত দপ্তর। খুশি যানবাহন চালক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, হলদিবাড়ি–জলপাইগুড়ি প্রায় ২৬ কিমি রাজ্য সড়কের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল।

৩১.০৩.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার ও রবিবার খানা-গামানি-মালদা শাখায় ফ্রেট করিডোর ব্লক

ফ্রেট করিডোর কাজের জন্য পূর্ব রেলওয়ের খানা-গামানি-মালদা শাখায় ৩১.০৩.২০১৯ **(রবিবার) তারিখ পর্যন্ত ১০ ঘন্টা ৪৫ মিনিটের (রাত্রি ১.৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত)** তাৎক্ষণিক কার্যকর হিসাবে প্রত্যেক বুধবার এবং রবিবার **ব্লকের** প্রয়োজন হবে। এরফলে, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে ঃ– ● **বাতিলঃ** (১) ৫৩৪০৩ রামপুরহাট-গয়া প্যাসেঞ্জার প্রত্যেক বুধবার এবং রবিবার। (২) ৫৩৪০৪ গয়া-জামালপুর প্যাসেঞ্জার প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এবং সোমবার। (৩) ৫৩৪৯৭/৫৩৪৯৮ জামালপুর-ভাগলপুর-জামালপুর প্যাসেঞ্জার প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এবং সোমবার। (৪) ৫৩৪৭৯/৫৩৪৮০ জামালপুর-কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার প্রত্যেক শুক্রবার এবং মঙ্গলবার। (৫) ৫৩৪০৮ জামালপুর-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার প্রত্যেক শুক্রবার এবং মঙ্গলবার। ● **ব্লকের পুনর্নির্ধারণ দিন (বুধবার ও রবিবার) ঃ** (১) ৫৩৪০৫ রামপুরহাট- সাহিবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার সকাল ৭.৩০ মিনিটের পরিবর্তে **সকাল ৮.৩০ মিনিটে** পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ৫৩৪০১ মালদা টাউন-বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার ভোর ৬.০০ টার পরিবর্তে **সকাল ৮.৩০ মিনিটে** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) ৫৩৪১৭ বর্ধমান-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার ভোর ৫.১৫ মিনিটের পরিবর্তে **সকাল ৭.১৫ মিনিটে** পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) ৬৩৫২৯ অন্ডাল-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ভোর ৫.৪০ মিনিটের পরিবর্তে **ভোর ৬.২০ মিনিটে** পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ঃ** (১) ১৩৪২১ নবদ্বীপধাম-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস হাওড়া ও মালদা ডিভিসনে প্রয়োজনানুযায়ী প্রত্যেক বুধবার এবং রবিবার ২ ঘন্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ৫৩০৩০ ভাগলপুর-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার প্রত্যেক বুধবার এবং রবিবার ১ ঘন্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। যাত্রীগণকে স্টেশনগুলির পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের প্রতি মনযোগ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সম্ভাব্য অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

ABC